গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১।	প্রকল্পের নাম	:	'নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ'শীর্ষক প্রকল্প				
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর				
৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ				
৪।	প্রকল্প এলাকা	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
			ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	-

৫।	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	:	১৪৮৯১৫.০০ লক্ষ টাকা
৬।	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	১/৭/২০২২ হতে ৩০/৬/২০২৪

৭। **ক) প্রকল্পের পটভূমি:** নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) একটি আঞ্চলিক সড়ক। এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১০ (দশ) হাজারের অধিক হালকা ও ভারী যানবাহন চলাচল করে এবং যানবাহনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাফিক জ্যাম, দীর্ঘ ট্রাভেল টাইম এবং সড়ক দুর্ঘটনা এই মহাসড়কের জন্য একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহাসড়কটিকে চার লেনে উন্নীতকরণ একান্তই জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বল্প সময় এবং জিওবি এর সীমিত তহবিলের মধ্যে সম্পূর্ণ সড়কটিকে ০৬ লেনে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। পণ্যবাহী যান চলাচল এবং সাধারণ জনগণের দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অভিলক্ষ্য মহাসড়ক মেরামত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর টার্গেট ৩.৬ এ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার ফলে বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও হতাহতের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানসমূহে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)- কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক (এন-১) এর বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ করা হয়েছে। যার সুফল ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে মাতুয়াইল বাস স্ট্যান্ড, সাইনবোর্ড বাস স্ট্যান্ড ও সানারপাড় বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ডিভাইডারসহ ডেডিকেটেড লেন নির্মাণের ফলে লোকাল ট্রাফিক মহাসড়কের প্রধান যানবাহনের চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না এবং সামগ্রিকভাবে ট্রাফিক জ্যাম হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই নারায়ণগঞ্জ লিংক আঞ্চলিক মহাসড়কের সাইনবোর্ড মোড় হতে চাষাড়া পর্যন্ত প্রায় ৫ (পাঁচ) টি স্থান যথাঃ-সাইনবোর্ড মোড়, ভুইগড় বাজার, ঝালকুড়ি বাজার, শিবু মার্কেট ও জেলা পরিষদ এলাকায় দীর্ঘ সময় যানজট থাকে ও লোকাল যানবাহন দাঁড়িয়ে থেকে পণ্য ও যাত্রী উঠা-নামা করায় অনাকাঙ্ক্ষিত যানজট তৈরি হচ্ছে। এই সকল এলাকায় ডেডিকেটেড লেনসহ পৃথক সার্ভিস লেন করা হলে স্বল্প সময়ে পরিবহন ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী মহাসড়কের সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই আঞ্চলিক মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে মার্কেট, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তজেলা ট্রাক স্ট্যান্ড, বালু মহল ও আবাসিক এলাকা বিদ্যমান। এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল ও ব্যস্ততম সড়ক হওয়ায় স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্য স্থান হতে আগত জনসাধারণ ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পারাপার হয়। ফলে প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনায় নারী-পুরুষ শিশুসহ অনেক মানুষ প্রাণ হারায় এবং সারা জীবনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়। এছাড়াও মানুষ রাস্তা পারাপারের কারণে যানজটের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। তাই বসবাসকারী জনগণ, ব্যবসায়ী, পথচারী, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও বাসস্ট্যান্ডে জরুরিভিত্তিতে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী। SDG গোলের টার্গেট নং- ৩.৬, ২০২০ সালের মধ্যে 'সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা'কে বাস্তবে রূপ দিতে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়াও জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে সড়কের উভয় পার্শ্বে ফুটপাত নির্মাণ করা প্রয়োজন। নিরাপদে পথচারী পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফুটওভার ব্রীজ ও ফুটপাথ ব্যবহার করতে পারবে। বাজার এলাকাগুলোতে ডেডিকেটেড লেন ও পৃথক সার্ভিস লেন করা হলে এই মহাসড়কে গড় যানবাহনের গতি ২০ কিলোমিটার/ঘন্টা

থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ কিলোমিটার/ঘন্টা হবে। এ মহাসড়কের দুই পাশে অসংখ্য শিল্প-কারখানা ও গার্মেন্টস গড়ে উঠেছে। এ সকল কারখানার পণ্য পরিবহণে সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে এবং পথচারী ও গামেন্টস কর্মীদের নিরাপদ ও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে এই প্রকল্প কার্যকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সামগ্রিকভাবে দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়নে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উক্ত সড়কাংশে বেশ কিছু শিল্প-কারখানা অবস্থিত হওয়ায় উক্ত শিল্প-কারখানার শ্রমিকগণ ব্যস্ততম সড়ক দিয়ে পারাপারের সময় প্রায়শঃ সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। সড়ক পার্শ্বে অবস্থিত শিল্প-কারখানার পন্য পরিবহন সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে এবং পথচারী ও গামেন্টস কর্মী এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে এই প্রকল্প কার্যকারী ভূমিকা রাখবে এবং সামগ্রীকভাবে দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়নে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উক্ত সড়ক প্রশস্তকরণসহ ডেডিকেটেড সার্ভিস লেনে উন্নীত করা হলে সড়ক পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসবাসকৃত স্থানীয় জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, সড়কের উভয় পার্শ্বের মার্কেটের লোকজন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরীরত মানুষ উপকৃত হবে। এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল ও ব্যস্ততম হওয়ায় সড়কটি উন্নয়ন করা হলে স্থানীয় যানবাহন ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পারাপার করা থেকে বিরত থাকবে এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াসহ যানজটের তীব্রতা থেকেও স্বস্তি পাওয়া যাবে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সাইনবোর্ড – নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১১১) উন্নয়ন
- সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন করা
- সাশ্রয়ী (সময় ও অর্থ) ও কার্যকরী রুট হিসেবে গোড়ে তোলা
- প্রকল্প এলাকার পশ্চাদপদ জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করর

৯.০ <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ</u>

- ৭.৭০ কিঃ মিঃ বিদ্যমান সড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুতীকরণ সহ উভয় পার্শ্বে হার্ড সোল্ডার নির্মাণ।
- ৭.৭০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ও ৫.৫০ মিঃ প্রস্থে সার্ভিস রোড নির্মাণ
- ৪০৫.০০ মিঃ দৈর্ঘ্যে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ
- ৯৬.০০ মিঃটার আরসিসি বক্স কালভার্ট সম্প্রসারণ
- ৩ টি ইউ-টার্ন ও ২ টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ
- ৮.১০৫ কিঃ মিঃ সড়কের উভয় পার্শ্বে ড্রেন কাম ফুটপাত নির্মাণ
- ইলেট্রিফিকেশন কাজ (ষ্ট্রিট লাইট স্থাপন)
- ৮.১০৫ কিঃমিঃ রোড মিডিয়ান নির্মাণ

১০। <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ</u>

১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন, উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output অর্জন পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১০.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ের বেশী (Time over run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over run) এর কারণগুলো (যদি থাকে) বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। দরপত্র ব্যবস্থাপনার PPR,2008 এর নির্ধারিত সময়ের বেশী ব্যয় হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৮ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৯ প্রকল্পের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনা এবং পর্যালোচনা;

১০.১০ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১১ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১২ সমীক্ষায় যে সব FGD. KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১০.১৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১০.১৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ;

১০.১৫ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্খিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১০.১৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতার বিষয়ে সার্বিক মূল্যায়ন ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১৮ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী;

৩.১৯ সমীক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন Professional Proof Reader কর্তৃক যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে)	• সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো ডিজাইন ও নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টিম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • Advanced and Innovative Pavement Engineering Technology বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় টেকসই সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা; • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা;

			• পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার গাইডলাইন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিয়ার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে)	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা; • সড়ক নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • সড়কের গুণগতমান পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪(চার) বছরের অভিজ্ঞতা;
	গ) সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ	সিভিল/ ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • সড়ক নিরাপত্তা কাজে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট বিশেষজ্ঞ	যে কোন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে তার নিয়োগকৃত পরামর্শক টীমের প্রতি সদস্যের সাথে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টিম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টিম লিডার এ কাজের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.০ <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২+ সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ <u>আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়:</u>

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন/পিসিআর); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।